পৃথিবীর অভ্যন্তরের ফুটন্ত ম্যাগমা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে
দ্বিতীয় পাতায়...
দোলপূর্ণিমার আগেই দোল উৎসব উদয় স্মৃতি সংঘের মহিলা ব্রিগেডের
তৃতীয় পাতায়...
প্রয়াত রাসমোহন দত্তের স্মৃতিতে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা
চতুর্থ পাতায়...

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 6 ❑ Issue 50 ❑ 02Mar, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 2

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

টাকা চুরির সন্দেহে ছেলেকে ছাদ থেকে উল্টো করে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগে ধৃত বাবা

প্রতিনিধি ঃ টাকা চুরি করেছে ছেলে এই অভিযোগে ছেলেকে মারধর করে ছাদ থেকে নিচে ঝুলিয়ে রাখার অভিযোগ উঠল তার বাবার বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে গোপালনগর থানার দিঘাড়ি এলাকায়। খবর পেয়ে পুলিশ ওই শিশুকে উদ্ধার করেছে। তাঁকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে পাশাপাশি অভিযুক্ত বাবা বিশ্বজিৎ সরকারকে পুলিশ রাতে গ্রেফতার করেছে। আহত শিশুটি ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্র। অভিযুক্ত বাবা বিশ্বজিৎ ও তার সৎমার সংসারে শিশুটি থাকতো। পুলিশ জানিয়েছে ,ধৃত বাবা বিশ্বজিৎ সরকার চাষবাসের কাজের সঙ্গে যুক্ত। তিনি পকেটে ৫০০ টাকা রেখেছিলেন। খুঁজে না পেয়ে সন্দেহ হয় ১১ বছরের ছেলেকে। ছেলে প্রথমে টাকা নিয়েছে এটা স্বীকার করতে চায়নি। অভিযোগ, এর পরই ছেলেকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এক পা ধরে ছাদ থেকে বেশ কিছু সময় ছেলেকে ছাদের থেকে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখে বাবা। এই ঘটনা দেখতে পেয়ে গ্রামের বাসিন্দারা ভয়ে শিউরে ওঠেন। তারা ঘটনা ভিডিও করতে থাকেন। খবর দেয় পুলিশকে। পুলিশ এসে ভিডিওটি সংগ্রহ করে বিশ্বজিৎকে গ্রেফতার করে। এই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে এলাকায়। এক স্থানীয়র কথায়, "বাবা যে কোন ছেলেকে এমন নির্দয় হয়ে মারধর করে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দিতে পারে তা আমরা ভাবতেই পারি না। বিশ্বজিতের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হওয়া উচিত।"

তৃণমূল কাউন্সিলরের মদতে শহরের প্রাণ কেন্দ্রের জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ তৃণমূলের মদতে জলাভূমি ভরাট করে ঘরবাড়ি তৈরির অভিযোগ উঠল। বনগাঁ পৌরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের বসাকপাড়া এলাকার ঘটনা। বনগাঁ পৌরসভার বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল বলেন, তৃণমূলের লোকজন কিছু প্রভাবশালী ব্যবসায়ী তারা। তৃণমূলের মদতে ভরাট হচ্ছে স্থানীয় কাউন্সিলরের চোখের সামনে এমন ঘটনা ঘটছে। পুকুর ভরাটের অভিযোগ লিখিতভাবে জানিয়েছেন বনগাঁ পৌরসভারই তৃণমূলের ভাইস চেয়ারম্যান জোৎস্না আঢ্য।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, "ওই জলাভূমিতে এলাকার জল গিয়ে জমা হয়। ধীরে ধীরে আশপাশ থেকে ময়লা আবর্জনা ফেলে জলাভূমিটি ছোট হয়ে আসছে। জলাভূমি ভরাট হয়ে গেলে এলাকার জল নিকাশি ব্যবস্থা মুখ থুবড়ে পড়বে। যদিও পুকুর ভরাটের বিষয়ে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন এলাকার বাসিন্দারা। বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ বলেন, "ওই কাউন্সিলর এর মাধ্যমে জানতে পেরে ওই বেআইনি নির্মাণ কার্য বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যিনি ভরাট করছেন তাকে লিখিত ভাবে কাজ বন্ধের

তৃতীয় পাতায়...

মার্চেই শুরু হচ্ছে ঢাকুরিয়া পল্লীবান্ধব সম্মিলনীর পুনঃ নির্মানের কাজ

নীরেশ ভৌমিক ঃ অবশেষে শুরু হতে চলেছে চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামের পল্লীবান্ধব সম্মিলনী সমাজ মিলন কেন্দ্রের পুনর্নির্মানের কাজ। ১৯৬০ সাল নাগাদ নির্মিত জেলার অন্যতম সমাজ মিলন কেন্দ্র পল্লীবান্ধব সম্মিলনী ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়েছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ কোন সভা বা অনুষ্ঠান করার মতো অবস্থায় ছিল না। এলাকার মানুষজন দীর্ঘদিন যাবৎ এটির সংস্কার বা পুনর্নির্মানের দাবী জানিয়ে আসছিলেন। অবশেষে এলেকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে।

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি পল্লীবান্ধব সম্মিলনীর পরিচালন কমিটির সদস্য ও গ্রামবাসীগণ এব্যাপারে এক সভায় মিলিত

তৃতীয় পাতায়...

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে দিদির দূতের গাড়ি আটকালো মহিলারা

প্রতিনিধি ঃ বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবীতে দিদির দূত বিশ্বজিৎ দাসের গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ জানালেন গ্রামের মহিলারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ ব্লকের নকফুল মাঠপাড়া এলাকায়। বাসিন্দাদের আশ্বস্ত করলেন বিশ্বজিৎ বাবু।

এদিন বাগদা বিধানসভার গাড়াপোতা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় বাগদার বিধায়ক তথা বনগাঁ জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস দিদির দূত কর্মসূচীতে আসেন। তিনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলতে নকফুল মাঠপাড়া এলকায় যেতেই তার গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে স্থানীয় মহিলারা। দাবি করতে থাকেন দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল দশা সংস্কার হচ্ছে না। ঘর না থাকলেও ঘর পাচ্ছে না এলাকার বাসিন্দারা। নিজেদেরকে তৃণমূল সমর্থক বলেও দাবি করেন তারা। বিধায়ককে সামনে পেয়ে একাধিক বিষয় ক্ষোভ জানান মহিলারা। দিদির দূত বিশ্বজিৎ দাস গাড়ি থেকে নেমে মহিলাদের সঙ্গে কথা বলে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছেন এবং নিজের ফোন নাম্বার দিলেন মহিলাদের।

বিশ্বজিৎ বাবু বলেন, "পঞ্চায়েত

তৃতীয় পাতায়...

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ফি কমানোর দাবিতে অধ্যক্ষের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ

প্রতিনিধি ঃ শিক্ষামূলক ভ্রমণের ফী কমানোর দাবি ও কলেজ সোশ্যাল এর হিসাব সঠিক সময়ে না দেওয়ার অভিযোগ এনে অধ্যক্ষের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হল তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পড়ুয়ারা। বুধবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় কলেজ চত্বরে।

পড়ুয়াদের অভিযোগ, জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টে শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য ৩২০০ টাকা ফ্রি নেওয়া হচ্ছে। কিন্তু দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয় যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীরা

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৬ ❐ সংখ্যা ৫০ ❐ ০২ মার্চ, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

দোলে কৃষ্ণলীলা, জানুন বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমিকা রাইকিশোরীকে

সময় যতই আধুনিক হোক না কেন, রাধা কিন্তু তার থেকেও আধুনিক। প্রত্যেকের ভাবনায় আলাদাভাবে রাধা ধরা দেন। যত দিন যাচ্ছে, রাধা যেন আবিষ্কৃত হচ্ছেন নতুন রূপে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রেমিকা রাইকিশোরী, কালক্রমে পরিণত হলেন শ্রীকৃষ্ণের নায়িকায়। তিনি মহাভাবময়ী। তাঁর জাগতিক প্রেম পরিণত হলো স্বর্গীয় অনুভূতিতে। শ্রীরাধা, এই নামটি আমাদের চির চেনা,আবার অচেনাও। তিনি কাছের হয়েও অধরা। রাধা মানেই প্রেম, আবার রাধা মানে সাধনা। প্রেম ও সাধনাকে একাকার করেছে রাধা নাম।

রাধা ডুবে গেলেন কৃষ্ণ প্রেমে। ইন্দ্রিয়র স্বাভাবিক আর্কষণ তাঁকে টেনে এনেছে কৃষ্ণের কাছে। বৈষ্ণব কবিদের নিপুন কলমে রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়লীলার বর্ণনা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রস সাহিত্যের উদাহরণ। প্রেম যখন গভীর, তখন কৃষ্ণ ব্যাকুল রাধাকে একবার চোখে দেখবার জন্য, রাধার অবস্থাও তাই।

তোমার জন্য তোমাকে চাই— এটাই হলো রাধাতত্ত্বের আধুনিক দর্শন। পার্থিব চাহিদামতো জগৎ এই একটি উচ্চারণে অপার্থিব অলৌকিক হয়ে ওঠে। রাধার প্রেমের কৃতিত্ব এখানে। রাধা চির আধুনিক এই কারণে love for, love sake। ভালোবাসার দুরন্ত বাণী— তোমার জন্য তোমাকে চাই, রাধার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো। আধুনিকতার এমন নির্দশন রাধা ছাড়া অন্য কারও মধ্যে দেখি না।

সবাই যখন বলেন আমি কৃষ্ণের একমাত্র রাধা বলেন— মানুষের সঙ্গেই হোক বা ভগবানের সঙ্গে- প্রেমে সম্পূর্ণ সমর্পণ। আত্মনিবেদন না থাকলে অধিকার আসে না। রাধা-কৃষ্ণের প্রেম কাহিনী মানবীয় ভাবে উঠে এলেও মূলত ঈশ্বরের প্রতি বা মুক্তির প্রতি জীবকূলের চরম আকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। কৃষ্ণ যদি মুক্তির স্বরূপ পরমাত্মা হন, রাধা তবে জীবাত্মার প্রতীক।

গোবরডাঙ্গায় চিরন্তন এর ভাষা শহীদ স্মরণ

নীরেশ ভৌমিক ঃ একুশে ফেব্রুয়ারী আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করে গোবরডাঙ্গার অন্যতম নাট্যদল চিরন্তন। এদিন অপরাহ্নে চিরন্তন কলাকেন্দ্রে আয়োজিত ভাষা শহীদ স্মরণ অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুখেন্দু দাস ও ইছাপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক অশোক পাল প্রমুখ। সংস্থার কর্ণধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব অজয় দাস সকলকে স্বাগত জানান।

উপস্থিত সকলে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ওপার বাংলার রাজধানী ঢাকার রাজপথে মাতৃভাষা বাংলার স্বাধীকার রক্ষার আন্দোলনে নিহত শহীদদের স্মরণ করেন এবং ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন। পরিশেষে চিরন্তন এর ছোট-বড় সদস্যগণ সংগীত, আবৃত্তি, নৃত্য এবং কথায়-কবিতায় ভাষা শহীদদের স্মরণ করেন এবং শ্রদ্ধা জানান।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৮৯১৮৭৩৬৩৩৫

বিশেষ রচনা

পৃথিবীর অভ্যন্তরের ফুটন্ত ম্যাগমা ধীরে ধীরে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে

অজয় মজুমদার

পৃথিবীর ভেতরে ফুটন্ত ম্যাগমা থাকে। একে পৃথিবীর কোর বলে। পৃথিবীর ভেতরের এই গলিত ম্যাগমা একদম বাইরের আবরণ বা ম্যান্টল এর উপরে ভাসমান টেকটনিক প্লেট। পৃথিবীর অভ্যন্তরে তাপ সঞ্চালন প্রক্রিয়াতে অত্যন্ত অপরিহার্য ভূমিকা রয়েছে কোর ও ম্যান্টল এর সীমানা। উত্তপ্ত গলন্ত কোর অপেক্ষাকৃত জমে যাওয়া ম্যান্টেলের শক্ত শিলাস্তরের খনিজের সংস্পর্শে আসে। এভাবে উপরিভাগের আস্তরণ সঞ্চালিত হয় পৃথিবীর অভ্যন্তরের উত্তাপ।

ব্রিসমেনাইট হলো একটি তাপ পরিবাহী খনিজ, যেটা পৃথিবীর অভ্যন্তরের কোরের উত্তাপ ভূপৃষ্ঠ পর্যন্ত বয়ে আনতে কতটা সক্ষম -- সে ব্যাপারেই বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালান। এই গবেষণা থেকে যা উঠে এসেছে তা কিন্তু ভয়ংকর। কপালে ভাঁজ পড়ার মতো। পৃথিবীর ভবিষ্যৎ নিয়ে বিজ্ঞানীদের গবেষণায় যা উঠে এসেছে তা হল— এই খনিজ প্রচুর পরিমাণে উত্তাপ শোষণ করে ভূপৃষ্ঠে বয়ে আনতে সাহায্য করেছে। যে বিস্ময়কর গতিতে পৃথিবী হারাচ্ছে তার ভেতরের উত্তাপ। ফলে ধীরে ধীরে পৃথিবীর ভেতরের ম্যাগমা কোর ঠান্ডা হয়ে যাবে। তখন পৃথিবী হয়ে যাবে প্রাণহীন এক গ্রহ।

পৃথিবীর ম্যাগমা বা কোর নিষ্ক্রিয় হওয়ার অর্থ তার ভূচুম্বকীয় ক্ষেত্র বিনষ্ট হবে। বাঁধন মুক্ত হবে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ। পৃথিবী থেকে প্রাণ দায়ি গ্যাস অবলুপ্ত হবে। বায়ুমণ্ডলের সুরক্ষা ছাড়া সরাসরি সূর্যালোকে বাষ্পীভূত হবে সমুদ্রের সমস্ত জল। কোন প্রাণীই বেঁচে থাকার অবস্থা থাকবে না। পৃথিবী হবে জীবশূন্য। সাড়ে চারশো কোটি বছর আগে পৃথিবীর জন্ম হয়। গঠনের আদি মুহূর্তে চারপাশে ছিল ম্যাগমা বা গলন্ত খনিজ সমুদ্র। সেই ম্যাগমা ধীরে ধীরে শীতল হয়ে আজকের পৃথিবীর ভূখণ্ডে পরিণত হয়েছে। গভীরে এখনো রয়ে গেছে উত্তপ্ত ম্যাগমা। পৃথিবীর ভেতরে এখনো উত্তাপ নির্গত করে চলেছে। ফলে একসময় শীতল হয়ে পড়বে। তখন কী হবে? এই চিন্তা বিজ্ঞানীদের। বিজ্ঞানীরা বর্তমান সময়ে ব্রিসমেনাইটের একটি স্ফটিককে পালস লেজার দিয়ে বিকিরিত করেন। এই গবেষণায় নেতৃত্ব দেন অ্যাস্ট্রোনট অ্যাস্ট্রোনমিস্ট বা গ্রহ বিজ্ঞানী মোতোহিকো মুরকামি। তিনি একজন জাপানি বিজ্ঞানী। মুরকামি বলেন, আমরা ব্রিসমেনাইটের তাপ পরিবাহী ক্ষমতা মেপেছি, তাতে জানা গেছে, এটি আমাদের ধারণার চেয়ে দশ গুণ বেশি তাপ শোষণ ও সঞ্চালনে সক্ষম। এই গবেষণাই দেখাচ্ছে, প্রাকৃতিক চক্রেই পৃথিবীর অভ্যন্তর দ্রুতগতিতে উষ্ণতা হারাচ্ছে। উত্তাপ হারালে ব্রিসমেনাইট খনিজ পোস্ট-পেরোভস্কাইটে পরিণত হয়। আর পেরোভস্কাইট এর পরিমাণ বাড়লে ম্যান্টেলের নিচের অংশ দ্রুত শীতল হয়ে উঠতে পারে। তাছাড়া ব্রিসনোমাইটের থেকেও এই পোস্ট - পেরোভস্কাইটের তাপ পরিবাহী ক্ষমতা অনেক বেশি বলে বিজ্ঞানীদের অনুমান। তবে কবে নাগাদ পৃথিবী পুরোপুরি শীতল হয়ে মহাজাগতিক এক পাথুরে অস্তিত্বে পরিণত হবে— সে বিষয়ে বিজ্ঞানীরা এখনো সঠিক বলতে পারেননি। প্রকৃতপক্ষে গণনা সঠিক না হলে এ বিষয়ে এখনই কিছু বলা সম্ভব হবে না। আমরা এখনও শুধু দূষণ নিয়ে চিন্তা করে যাচ্ছি। দূষণ তো মারাত্মক আকার ধারণ করেছে— একথা সত্যি। কিন্তু পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে আজব কান্ড ঘটে যাচ্ছে তার কী হবে!

এর প্রকৃত কারণের সঙ্গে দূষণের কোন সম্পর্ক নেই। দূষণ শুধুমাত্র পৃথিবীর উপরিতল, জল না হয় আরো গভীরে। কিন্তু ম্যাগমা পর্যন্ত কোনো সম্পর্ক দূষণের নেই। পরিবেশ ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে সৌদি আরবের মরুভূমিতে বরফের আস্তরণ বিজ্ঞানীদের ভাবিয়ে তুলেছে। কোথাও কোথাও শীতকালের তাপমাত্রা শূন্যের নিচে নেমে যায়। ব্রিসমোনাইটের স্ফটিকের উত্তাপ ২৪৪ ডিগ্রি কেলভিনে পৌঁছায়। আর সৃষ্টি হয় ৮০ গিগাপ্যাসকেলের মত প্রচণ্ড তাপ ও চাপের। একদম নিচের অংশে যা সর্বোচ্চ হতে পারে ২৬৩০ কেলভিন ও ১২৭ গিগাপ্যাসকেল। এর আগে কখনো বিজ্ঞানীরা এই ভাবে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্পর্কে গবেষণায় এ রকম চরম ফলের কথা জনসমক্ষে আনেননি। এই গ্রহের কী সব কিছুই ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে! পৃথিবীর ওজন স্তরের উপর এই অভ্যন্তর ভাগের প্রভাব কতখানি পড়বে তা কিন্তু বর্তমান গবেষণায় উঠে আসেনি।

মনোজ বড়ুয়া লেখক এর মতে, পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে শীতল হতে ১৫০ কোটি বছর সময় নেবে। আশার কথা হলো ততদিনে বিজ্ঞান বর্তমানের চেয়ে কয়েকগুণ এগিয়ে যাবে। সমস্যা হবে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং পৃথিবীতে খনিজ সম্পদ রইবে না। ব্রিসমেনাইট সামাল দেবার উপায় খুঁজে পাওয়া যাবে। তবুও একটা কথা বলা যেতে পারে জৈব-অজৈব কিছু জীবনচক্রকে প্রভাবিত করে একত্রে, তাই প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল। তার অবনমন ঘটতে যাচ্ছে।

নিজের উদ্যোগ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়

উদ্যোগী পিতামহ, ধার্মিক পিতার কনিষ্ঠ সন্তান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দুটো ধারাই পেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, প্রতি মুহূর্ত আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ধর্ম মানুষের জন্য, তাই মানুষের ধর্ম তার একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, মানুষের জীবনকে খুটিয়ে খুটিয়ে বিচার করেছেন, চিঠিতে, কথায় এবং বিভিন্নভাবে আমাদের মঙ্গলার্থে তা তুলে ধরেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষ যখন যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ে, তখন সুখের চেয়ে অসুখের পাল্লা ভারি হয়ে ওঠে। বড় শিল্পগুলিকে তিনি উগ্র জাতীয়তাবোধের মতো ঘৃণা করতেন। ব্যাপক হারে যান্ত্রিক উৎপাদন মানুষকে ভোগমুখি করে তোলে এবং তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি ভোগপণ্যকে নিয়মিত পরিমাণে ব্যবহার করে আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করুক তাই চাইতেন। সেই অতীত ইতিহাস ঘেটে লিখেছেন— **নির্মল বিশ্বাস।**

গত সপ্তাহের পর...

এর পরে তিনি "ইংলিশম্যান" নামে একটি সংবাদপত্রের আর্থিক বিপর্যয় ঘটলে তিনি প্রচুর অর্থ সাহায্য দিয়ে সেই প্রতিষ্ঠানকে দায়মুক্ত করেন। এরপর তিনি ‘‘বেঙ্গল হরকর’’ নামে একট কাগজের প্রধান অংশীদার হন। এই পত্রিকাগুলির মধ্য দিয়ে তিনি বাঙালি জাতিকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন।

যে সমুদ্র অলঙ্ঘ্য, তার বুকের ওপর জাহাজ চালিয়ে ব্যবসা করা যায়। মাটির তলায় যে কালো হিরে লুকিয়ে আছে, তার ভবিষ্যৎ যে কত উজ্জ্বল হতে পারে, তা তিনি জানতে পেরেছিলেন। তিনি এতটাই উদ্যোগী পুরুষ এবং দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলেন, সেজন্য উদ্যোগ নিলেন "বেঙ্গল ল্যান্ড হোল্ডার্স অ্যাসোসিয়েশন" বা ভূমিধিকার সভা প্রতিষ্ঠার। ১৮৩৮ সালে তিনি এর প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। উদ্যোগপতিরা বর্তমান সময়ে জমি নিয়ে চিন্তা করছেন। কীভাবে পাওয়া যাবে এবং কীভাবে তা রক্ষা করা যাবে।

হিন্দু কলেজ থেকে পড়াশোনা শেষ করার পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পিতা দ্বারকানাথের নির্দেশে ব্যবসায় শিক্ষানিবেশি শুরু করেন, ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ও কার ঠাকুর কোম্পানির সঙ্গে তাঁর সংযোগ ঘটে। ১৯৩৫ সালে পিতামহীর মৃত্যুতে তাঁর মনে বৈরাগ্যের উদয় হয়, ধর্ম জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে ওঠে। তা সত্ত্বেও তিনি ব্যবসা দেখাশোনা করতেন। ১৮৪৬ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর দেহ রাখেন। ফলে প্রতিষ্ঠিত সমস্ত সংস্থার দায়িত্ব এসে পড়ে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও তাঁর ভাইয়ের ওপর। দুঃখের বিষয় প্রিন্স দ্বারকানাথের মৃত্যুর মাত্র দু-বছরের মধ্যে কার ঠাকুর কোম্পানি ও ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক ফেল হওয়ায় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর খুবই ভেঙে পড়েন এবং এই সময়ে তিন প্রচুর ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়েন। এত টাকা পরিশোধ করা সেই মুহূর্তে সম্ভব ছিল না। সমস্ত পাওনাদারদের টাকা শোধ করতে দেবেন্দ্রনাথের প্রায় কুড়ি বছর সময় লেগেছিল। উদ্যোগী পিতামহ, ধার্মিক পিতার কনিষ্ঠ সন্তান কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ দুটি ধারাই পেয়েছিলেন। তাঁর চিন্তা-ভাবনা, প্রতি মুহূর্ত আমদের অবশ্য প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। ধর্ম মানুষের জন্য, তাই মানুষের ধর্ম তার একটি বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি সারা পৃথিবী ঘুরেছেন, মানুষের জীবনকে খুটিয়ে খুটিয়ে বিচার করেছেন, চিঠিতে, কথায় এবং বিভিন্ন ভাবে আমাদের মঙ্গলার্থে তা তুলে ধরেছেন। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন, মানুষ যখন যন্ত্রের দাস হয়ে পড়ে, তখন সুখের চেয়ে অসুখের পাল্লা ভারি হয়ে ওঠে। বড় শিল্পগুলিকে তিনি উগ্র জাতীয়তাবোধের মতো ঘৃণা করতেন। ব্যাপক হারে যান্ত্রিক উৎপাদন মানুষকে ভোগমুখি করে তোলে এবং তার বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। তিনি ভোগ্যপণ্যকে নিয়মিত পরিমাণে ব্যবহার করে মানুষ আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে উন্নতিলাভ করুক তাই চাতেন।

কবিগুরু বিশ্বভারতীর পাশে তৈরি করলেন শ্রীনিকেতন। সেখানে হাতে কলমে কাজ শিখে ছাত্র-ছাত্রীরা স্বনির্ভর হবে। যে যা জানে সেটাকে ব্যবহার করে অন্যান্য মানুষের কাছে উপস্থিত করতে হবে। না জানাটা লজ্জার নয়, জানতে না চাওয়াটাই হলো লজ্জার। জানতে গেলে এগিয়ে আসতে হবে। আত্মসমর্পণ করতে হবে। রবীন্দ্রনাথ শ্রীনিকেতনের এক ভাষণে বলেছিলেন, "দেশের যে ক্ষুদ্র অংশে বুদ্ধি, বিদ্যা, ধন, মান সেই শতকরা পাঁচ পরিমাণ লোকের ব্যবধান মহাসমুদ্রের ব্যবধানের চেয়ে বেশি। আমরা এক দেশে আছি, অথচ আমাদের দেশ এক নয়।" কবিগুরু তাঁর সমসাময়িক সমস্ত মানুষের সঙ্গে একমত ছিলেন যে, প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের নিজ নিজ উদ্যোগ ছাড়া উন্নতি সম্ভব নয়।

চাঁদপাড়া একুশে উদযাপন কমিটির ভাষা শহীদ স্মরণ ও গুণীজন সংবর্ধনা

নীরেশ ভৌমিক : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রাক্কালে বিগত বছরের মত এবারও ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ভাষা শহীদ স্মরণ, গুনীজন ও কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনা এবং সেই সঙ্গে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে চাঁদপাড়ার একুশে উদযাপন কমিটি।

এদিন সন্ধ্যায় চাঁদপাড়া বাজারের বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন চত্বরের সুসজ্জিত মঞ্চে ছোট্ট স্কুল ছাত্র ময়ূখ এর সানাইয়ের সুর ও শিক্ষিকা সোমা চক্রবর্তীর কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে ভাষা শহীদ স্মরণ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়।

ভাষা দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে অমর শহীদের স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানান সংগঠনের সম্পাদক কপিল ঘোষ। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সমর মন্ডলের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত গুণীজন সংবর্ধনায় বর্ষিয়ান সংগীত শিক্ষক কেনারাম ঘোষ, বিশিষ্ট সমবায়ী গাইঘাটা মার্কেটিং কো-অপারেটিভ এর কর্মদ্যোগী সম্পাদক অমল বিশ্বাস, চাঁদপাড়া শিশু শিক্ষা নিকেতনের শিক্ষাব্রতী প্রধান শিক্ষিকা লীনা মুখার্জী, চাঁদপাড়া বাণী বিদ্যাবীথি প্রাথমিক বিভাগের প্রধান শিক্ষক দিলীপ ভট্টাচার্য, এলাকার দুস্থ অসহায় মানুষজনের মুখে প্রতিদিন খাবার তুলে দেওয়া স্থানীয় ডায়মন্ড ক্লাবের প্রতিনিধি শ্রাবণী রায়কে মানপত্র ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন।

কৃতি শিক্ষার্থী সংবর্ধনায় বিগত বছরের মত মাধ্যমিক পরীক্ষায় বাংলা বিষয়ে ব্লকের বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ৯০ এবং তার ঊর্ধ্বে মার্কস প্রাপক ছাত্র-ছাত্রীদেরও বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া কয়েকটি বিদ্যালয়ের দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের খাতা ও পেন প্রদান করা হয়। এদিনের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শ্রাবণী রায়ের কণ্ঠে ভাষা শহীদদের স্মরণে গাওয়া 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি আমি কি ভুলিতে পারি' সঙ্গীতটি সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমন্ডলীর হৃদয় ছুঁয়ে যায়।

অনুষ্ঠানে চাঁদপাড়ার নূপুর নৃত্যকলা কেন্দ্রের শিল্পীদের নৃত্যশৈলী এবং অন্যতম সংগঠক অশোক সাহা, সোমা চক্রবর্তী, বিদ্যুৎ সরকার, সুভাষ চক্রবর্তী, দিলীপ ভট্টাচার্য পরিবেশিত শ্রুতি নাটক এবং সমবেত বিশিষ্ট লোকসংগীত শিল্পী ঋতুপর্ণা মিত্রের গাওয়া লোকগান উপস্থিত ভাষা ও সংগীতপ্রেমী মানুষজনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে।

চাঁদপাড়ায় প্রিজম ও হরিপদ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২৮ ফেব্রুয়ারী জাতীয় বিজ্ঞান দিবস মর্যাদা সহকারেই পালন করে চাঁদপাড়ার এসসিএন্ডএসটি এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা। এদিন সকালে এ্যাসোসিয়েশন প্রাঙ্গনে প্রদীপ প্রজ্জ্বোলন ও

বর্ণালী ফেলো ফাউন্ডেশনের সদস্যগনের কণ্ঠে সমবেত সংগীতের মধ্য দিয়ে বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত নানা অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। মঞ্চে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অবসার প্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষক ও সমাজসেবি কালিপদ সরকার, ডাঃ রাধাপদ মণ্ডল, রুরাল ডেভেলপমেন্ট ফোরামের প্রতিনিধি বিশিষ্ট বিজ্ঞান সেবক আশিস দাঁ ও চেয়ারম্যান দেবানন্দ বসাক, ছিলেন মিঃ এসপি দত্ত, শিক্ষক ও বিজ্ঞান কর্মী অরিন্দম দে ও সুভাষ চক্রবর্তী, ছিলেন ওপার বাংলার বিশিষ্ট অধ্যাপক শেখ তাহিদুল ইসলাম প্রমুখ। আয়োজক বিজ্ঞান সেবক অনিরুদ্ধ দে ও শিক্ষক ও সমাজকর্মী মলয় সানা সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্টজনেরা সকলে নোবেল জয়ী বিজ্ঞানী সি.ভি রমন ও প্রধান শিক্ষক প্রয়াত হরিপদ দে'র প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান। মাল্যদান করেন অঞ্জনা দে এবং ও বিজ্ঞানী সি, ভি রমন স্মরনে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন বিজ্ঞান সেবক আশিস দাঁ। আশিস বাবু জানান, ১৯৮৭ সাল থেকে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস পালিত হয়ে আসছে। ডাঃ রাধাপদ মণ্ডল বলেন, সমাজ থেকে কুঃ সংস্কার দূর করতে, বিজ্ঞানের প্রসার ঘটাতে হবে। সাধারন মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিজ্ঞান চর্চার যথেষ্ট প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বিজ্ঞান সংস্থা এর কর্ণধার অনিরুদ্ধ দে বলেন, বিজ্ঞান চর্চা এদেশে অবহেলিত ও উপেক্ষিত। তিনি তাঁর পিতৃদেব বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী হরিপদ দে কর্তৃক গোবরডাঙায় ৩টি স্কুল চালুর এবং অসহায় দরিদ্র পরিবারের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে তাঁর অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। ছাত্র- ছাত্রীদেরকে নিয়ে সর্বত্র বিজ্ঞান দিবস পালনের গুরত্ব ব্যক্ত করেন, মিঃ এস পি দত্ত বলেন, বিজ্ঞানকে পাথেয় করেই সকল মানুষের উন্নয়ন সম্ভব। প্রবীণ শিক্ষক কালিপদ বাবু বলেন, ছাত্র- ছাত্রীদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক করে তুলতে নিরন্তর প্রয়াস চালাতে হবে। পড়ুয়াদের হতে কলমে কাজ করার আগ্রহ বাড়াতে হবে। শিক্ষার প্রসারে তিনি প্রয়াত শিক্ষক হরিপদ দের অবদান শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। শ্রী সরকার কৃষি ও কৃষকের উন্নয়ন ছাড়া ও মরণোত্তর দেহ ও চক্ষুদানের ক্ষেত্রে মধুসূদনকাটি সমবায় সমিতির উদ্যোগের উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব সুভাষ চক্রবর্তী সমবেত ছাত্র- ছাত্রীদের সামনে ম্যাজিক দেখান এবং বলেন ম্যাজিক কোন যাদু বা মন্ত্র তন্ত্রের ব্যাপার নয় এটা হাতের কৌশল ও বিজ্ঞান নির্ভর। পরিবেশ প্রেমী বিশিষ্ট শিক্ষক অরিন্দম দে বলেন বিজ্ঞানকে মানুষের উন্নয়নের কাজে লাগাতে না পারলে দেশের উন্নয়ন সম্ভবপর নয়। এষণা বিজ্ঞান মঞ্চের প্রাণপুরুষ এদিন বিজ্ঞান নির্ভর ও শিক্ষামূলক কয়েকটি ম্যাজিক দেখিয়ে উপস্থিত সকলের মনোরঞ্জন করেন। বিজ্ঞান সংস্থা প্রিজম এর প্রানপুরুষ বিজ্ঞান সেবক অনিরুদ্ধ দে ও চাঁদপাড়ার এস সি এন্ড এস টি ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের কর্ণধার বিশিষ্ট সমাজ কর্মী মলয় সানার উদ্যোগে জাতীয় বিজ্ঞান দিবস উপলক্ষে আয়োজিত এদিন কর্মসূচী সার্থক হয়ে ওঠে।

আকাঙ্খার আন্তর্জাতিক নাট্য উৎসব

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১ ফেব্রুয়ারী থেকে শুরু হয় নাট্যদলের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল আকাঙ্খা নাট্য সংস্থার ১ম বার্ষিক আন্তর্জাতিক মেল বন্ধন উৎসব ২০২৩। সংস্থার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি, প্রশ্নোত্তর ও আন্তঃবিদ্যালয় নাট্য প্রতিযোগিতা।

এদিন সন্ধ্যায় গোবরডাঙার পৌর টাউনহলে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে আয়োজিত নাট্যোৎসবের উদ্বোধন করেন পৌরপতি শংকর দত্ত। উদ্যোক্তরা এদিন বিশিষ্ট নাট্যাভিনেতা মুরারী মুখোপাধ্যায়কে নাট্যযোদ্ধা সম্মান, ওপার বাংলার কুমিল্লা

থেকে আগত বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও অভিনেতা আতিকুর রহমান সুজনকে আন্তর্জাতিক মেলবন্ধন সম্মান, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক নাট্যপ্রেমী ও শিক্ষাব্রতী প্রদীপ কুমার কুন্ডুকে জীবনকৃতি সম্মান, নাট্য নির্দেশক প্রতাপ সেনকে তাঁর নাট্য জীবনের ৫০ বছর উপলক্ষে বিশেষ সম্মান, এছাড়া নাট্যব্যক্তিত্ব ড. অপূর্ব দে এবং কমল পালকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়।

সংস্থার অন্যতম কর্ণধার দীপাঙ্ক বিশ্বাস আগত সকল অতিথিবৃন্দকে স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। আকাঙ্খা আয়োজিত বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও নাট্য প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীগণকে এদিন পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন দেবাদৃতা চট্টোপাধ্যায় ও তন্ময় সাহা, রবীন্দ্র নজরুল এর কবিতা আবৃত্তি করে শোনান বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী সাধনা মজুমদার। বিশিষ্ট জনেরা সকলে তাঁদের বক্তব্যে বলেন, আকাঙ্খা নতুন নাট্যদল হলেও নাট্য ও সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা প্রসারে সকলের সহযোগিতায় এগিয়ে চলেছে।

আকাঙ্খা আয়োজিত এবারের নাট্যোৎসবে মোট ৪ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। শুরুতেই ব্যান্ডেল দিশারী মঞ্চস্থ করে সকলের ভালো লাগার নাটক তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী অবলম্বনে নীলকণ্ঠ পাখির পালক, বাংলাদেশের কুমিল্লা থেকে আগত অতিকুর রহমান পরিবেশিত একক নাটক গল্প কথা সকলের ভালো লাগে। আকাঙ্খা প্রযোজিত প্রিয়ম্বদার মৃত্যু ও মঞ্চসফল নাটক হারজিত সমবেত দর্শক মণ্ডলীর প্রশংসা লাভ করে।

মার্চেই শুরু হচ্ছে

প্রথমপাতার পর...

হন। সভায় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা ও স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যগণসহ দলমত নির্বিশেষে গ্রামবাসীগণ উপস্থিত হয়ে কিভাবে প্রেক্ষাগৃহটি নির্মিত হবে সেব্যাপারে আলোচনায় অংশ নেন। এই কাজের জন্য ৩০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। জেলা পরিষদ থেকে প্রাপ্য অর্থে পঞ্চায়েত সমিতির মাধ্যমে কাজ হবে। সম্পাদক শ্যামল বিশ্বাস জানান, মার্চ মাসের মধ্যেই পুরনো ভবন ভেঙে পুনর্নির্মানের কাজ শুরু করতে হবে। ঢাকুরিয়া কালীবাড়ি পোষ্ট অফিসের জন্যও একটি কক্ষ নির্মিত হবে।

জলাভূমি ভরাটের অভিযোগ

প্রথমপাতার পর...

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তার মদতে ভরাটের অভিযোগ অস্বীকার করেছে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অভিজিৎ কাপুড়িয়া।" তিনি বলেন, "বিরোধীদের কোন কাজ নেই। তাই এসব অপপ্রচার করছে। ওটা একটা জলাভূমি। তারমধ্যে ইমারতী দ্রব্য ফেলে বিল্ডিং তৈরি করা হচ্ছিল। আমার চোখে পড়ার পরে চেয়ারম্যানকে জানাই। ভাইস চেয়ারম্যান অভিযোগ করেছে কিনা বলতে পারব না।" এ বিষয়ে যিনি ভরাট করছেন তার সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে তিনি ফোনে বা সামনাসামনি বক্তব্য দিতে অস্বীকার করেছেন।

অধ্যক্ষের ঘরের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ

প্রথমপাতার পর...

পড়েন, তারা বেশিরভাগই নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের। তাদের পক্ষে এই ৩২০০ টাকা ফ্রি দিয়ে এই ভ্রমণে যাওয়া সম্ভব নয়। পাশাপাশি আরো অভিযোগ, ওই ডিপার্টমেন্টের একজন শিক্ষক হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে নোটিশ করেন, এই শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য ৭৫ নম্বর রয়েছে। যদি কেউ না যায় তাহলে তাকে নট ক্লিয়ার বলে গণ্য করা হবে। দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি রাজেশ দে বলেন, "একজন শিক্ষক কিভাবে বলতে পারেন শিক্ষামূলক ভ্রমণে না গেলে ৭৫ নম্বর নট ক্লিয়ার হবে। প্রতিবাদে আমরা অবস্থান বিক্ষোভ করছি।" ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে কলেজের সোশালের হিসাব সবার সম্মুখে আনার কথা দিয়েছিলেন প্রিন্সিপাল, তিনি কেন এখনো সেই সোশ্যাল হিসাব দেননি, সে বিষয়ে তিনি কোন সদুত্তর দিতে পারেননি।" যদিও শিক্ষকের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ড: বিশ্বজিৎ ঘোষ। তিনি বলেন, "একজন শিক্ষক কোনভাবেই এমন কথা বলতে পারেন না। যদি বলে থাকেন তাহলে কলেজ কর্তৃপক্ষ ওই শিক্ষকের বিরুদ্ধে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। আর কলেজ সোশালের হিসাব এখনো ক্যাশিয়ারের কাছে রয়েছে। সমস্ত হিসাব এখনো কমপ্লিট হয়নি। সমস্ত হিসাব-নিকাশ হয়ে গেলে জিএস এর উপস্থিতিতে সেই হিসাব দেওয়া হবে।"

দিদির দূতের গাড়ি আটকালো মহিলারা

প্রথমপাতার পর...

সমিতির পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই রাস্তার জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হয়েছে। রাস্তা ঘুরে দেখতে এসেছিলাম দরকার হলে নিজের ফান্ডের থেকে আরও টাকা দিয়ে এক মাসের মধ্যে এই রাস্তা সংস্কার করা হবে।" মহিলাদের গাড়ি আটকানো নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতার দেবদাস মন্ডল বলেন, "দিদির দূত ঘুরছেন। এলাকায় যে কোন উন্নয়ন হয়নি তার ফলস্বরূপ মহিলারা বিশ্বজিৎবাবুর গাড়ি আটকালেন।"

দোলপূর্ণিমার আগেই দোল উৎসব উদয় স্মৃতি সংঘের মহিলা ব্রিগেডের

রীতা বিশ্বাস ঃ কুঠিবাড়ী কলেজঘাট উদয়স্মৃতি সংঘের মহিলা ব্রিগেডের পরিচালনায় আগামী রবিবার ৫ই মার্চ ২০২৩ বিকাল ৪টার সময় দোলপূর্ণিমা উপলক্ষে বসন্ত উৎসবের আয়োজন হতে চলেছে। বোলপুর বিশ্বভারতীর বসন্ত উৎসবের খ্যাতি বিশ্ব ভারতীর উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী মনে করিয়েছেন।

এবছর অমর্ত সেনের জমি বিতর্কের মাঝে শান্তিনিকেতনে বসন্ত বন্দনার আয়োজন চলছে। তবে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আবাহনের সঙ্গে বন্দনা করেছেন, উৎসব করেননি। উদয় স্মৃতি সংঘের সম্পাদিকা কল্পনা সেন ও সভাপতি বিভারানী অধিকারী জানান, আমরা বসন্ত তাণ্ডবের পক্ষপাতি নই। সুস্থ সামাজিক সুন্দর সুশৃঙ্খল পরিবেশ বজায় রেখে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে সঙ্গীত, নৃত্য, আবৃত্তি, সাহিত্য পাঠ সহযোগে সমগ্র বনগাঁবাসীর বসন্ত উৎসবে পরিণত হবে।

সঙ্গীত শিল্পী অপর্ণা শাঁখারী মণ্ডল, নৃত্যশিল্পী অর্পিতা মণ্ডল, সুকন্যা বিশ্বাস, মিমি দেবনাথ এই উৎসবে যোগ দেবার জন্য যথেষ্ঠ উৎসাহিত হয়ে আছেন। স্থানীয় রবীন্দ্রপ্রেমী মানুষ বেবী দেবনাথ, সঙ্গীতা সরকার, চন্দনা চৌধুরী, মৌ সরকাররা জানিয়েছেন, আমরা এবার শান্তিনিকেতনমুখী না হয়ে বনগাঁতেই সমগ্র বনগাঁবাসীর আবেগ, ভালোবাসায়, সহযোগীতায় সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কুঠীবাড়ী দোল উৎসব করতে চলেছি। এছাড়াও এবারের এই দোল উৎসবে কুঠিবাড়ী স্পোর্টিং ক্লাব ও বিভূতি ভূষণ সাংস্কৃতিক সংস্থা উৎসাহিত হয়ে সহমত প্রকাশ করেছে।

FORM IV

Statement about ownership and other particulars about newspaper (**Sarbabhauma Samachar**) to be published in the first issue every year after the last day of February.

1. Place of publication : **Kalupur, North 24 Parganas**
2. Periodicity of its publication : **Weekly**
3. Printer's Name : **Utpal Mallick**
Nationality : **Indian**
Address : **Vill.- Kalupur Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743235, W.B.**
4. Publisher's Name : **Utpal Mallick**
Nationality : **Indian**
Address : **Vill.- Kalupur Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743235, W.B.**
5. Editor's Name : **Utpal Mallick**
Nationality : **Indian**
Address : **Vill.- Kalupur Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, PIN- 743235, W.B.**
6. Names and addresses of individuals who own the newspaper and partners or shareholders holding More than one per cent of the total capital.

I, **Utpal Mallick**, hereby declare that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Date : 24/02/2022

Utpal Mallick

Signature of Publisher

গোবরডাঙা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে রাসমোহন দত্তের স্মরণানুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২২ ফেব্রুয়ারি ভোর রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে প্রয়াত হন বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত। গোবরডাঙার অন্যতম স্বেচ্ছাসেবি সংগঠন তাঁদের মাসিক সাহিত্য সভার পরিচালক প্রয়াত রাসমোহন দত্তের স্মরণ সভা করে ২৫ ফেব্রুয়ারী। গোবরডাঙা প্রেস ক্লাব কর্তৃপক্ষ তাঁদের সদ্যপ্রয়াত বর্ষিয়ান সদস্য রাসমোহন দত্তের স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত করে ২৬ ফেব্রুয়ারী। এদিনে অপরাহ্নে গোবরডাঙা থানা ভবন পার্শ্বস্থ প্রেস ক্লাব অঙ্গনে অনুষ্ঠিত স্মরণ সভার পৌরোহিত্য করেন বর্ষিয়ান শিক্ষক ও সাংবাদিক পবিত্র মুখোপাধ্যায়।

উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষক ড. নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধায়, গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদ এর সম্পাদক দীপক কুমার দাঁ, নাট্যব্যক্তিত্ব জীবন অধিকারী, শুভাশিষ রায় চৌধুরী, বরুণ কর সহ জেলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকার সাংবাদিকগণ। ছিলেন প্রয়াত সাংবাদিকের একমাত্র পুত্র অনুপম দত্ত। প্রেস ক্লাবের সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক দেবাশিস বিশ্বাস সহ উপস্থিত সকল সংবাদিকগণ প্রয়াত রাসমোহন বাবুর প্রতিকৃতিতে ফুলমালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জনান ।

সম্পাদক স্বপন দাস লিখিত শোকবার্তা পাঠ করে তা প্রয়াত সাংবাদিকের পুত্র অনুপম বাবুর হাতে তুলে দেন। কবিগুরুর সংগীতে প্রয়াত সাংবাদিকে শ্রদ্ধা জানান সাংবাদিক আশিস ঘোষ। বর্ষিয়ান লেখক ও সাংবাদিক পবিত্রবাবু জানান, রাসমোহন বাবু সাথে দীর্ঘ ৪০- ৪৫ বৎসরের পরিচয়। ছাত্রজীবন থেকেই কাব্য -সাহিত্য চর্চায় অনুরাগী ছিলেন। পরে অনুপম সাথী নামক একটি ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ শুরু করেন। সেই সঙ্গে সাংবাদিকতায় যোগ দেন। জেলার বিভিন্ন পত্র পত্রিকা ছাড়াও এলেকার বিভিন্ন সমস্যা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক সমীপেষু কলমে তুলে ধরতেন। রাসমোহন বাবু একাধারে লেখক, সাংবাদিক, নাটক, মুকাভিনয়, যাত্রা ও স্বল্প দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেন, স্মৃতি চারনায় অংশ নেন।

প্রয়াত রাসমোহন দত্তের স্মৃতিতে পুরস্কার প্রদানের ঘোষণা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গোবরডাঙার অন্যতম সমাজসেবি প্রতিষ্ঠান সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত মাসিক সাহিত্য সভার পরিচালক বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক রাসমোহন দত্ত (৭৮) গত ২২ ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন। ২৫ ফেব্রুয়ারী আয়োজিত ৩৯ তম মাসিক সাহিত্য সভা প্রয়াত রাসমোহন দত্তের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়। এদিন জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রয়াত দত্তের অনুরাগীগণ কবি সাহিত্যিগণ স্মরণ সভায় অংশ গ্রহন করেন। শুরুতেই প্রয়াত রাসমোহন বাবু প্রতিকৃতিতে ফুল- মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত সকলে। বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, সাংবাদিক অলক বিশ্বাস, প্রধান শিক্ষক অশোক পাল, স্বপন বালা, সুদেব মুখোপাধ্যায়, সেবা সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দলাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, প্রয়াত রাসমোহনবাবু ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের অভিভাবক স্বরূপ মাসিক এই সহিত্য সভা পরিচালনায় তাঁর অবদান ছিল যথেষ্ট। গোবিন্দবাবু এদিনের সভায় রাসমোহনবাবু স্মৃতিতে সমিতির বর্ষিক সভায় অংশগ্রহনকারী কবিদের স্বরচিত সেরা কবিতাকে পুরস্কৃত করা হবে বলে ঘোষনা করেন উপস্থিত সকলে সম্পাদক গোবিন্দবাবু এই প্রস্তাবকে সাধুবাদ জানান। এদিনের স্মরণ সভায় বিশিষ্ট কবি সাহিত্যিকগণের সাথে রাসমোহনবাবুর জীবনের বিভিন্ন দিক স্মৃতিচারনায় অংশ নেন প্রয়াত দত্তের একমাত্র পুত্র অনুপম দে, রাসমোহন বাবু সম্পাদিত সাহিত্য পত্রিকা অনুপম সাথী এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর লেখা এবং জেলার বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদের প্রশংসা করেন।

শেষ হলো রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ১৬তম জাতীয় নাট্য উৎসব

নীরেশ ভৌমিক : গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি উৎসবের উদ্বোধন করেন আসামের 'অভিনব থিয়েটারের পরিচালক' দয়ালকৃষ্ণ নাথ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোবরডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ অসীম পাল, সংস্কার ভারতী দক্ষিণ বঙ্গের সাংগঠনিক সম্পাদক উদয়কুমার দাস, গোবরডাঙ্গা পৌরসভার কমিশনার বাসন্তী ভৌমিক সহ বিশিষ্ট গুণীজনেরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই উত্তরীয়, ব্যাচ ও স্মারক দিয়ে অতিথিদের সম্মানিত করা হয়। উদ্বোধক দায়ালকৃষ্ণ বাবু বলেন, "রবীন্দ্র নাট্য সংস্থা দীর্ঘ ২৭বছর নাট্য আন্দোলনের সাথে যুক্ত যা একটা দৃষ্টান্ত, এদের ১৬ তম জাতীয় নাট্য উৎসব, সত্যিই প্রশংসার দাবি রাখে। অফিসার ইনচার্জ অসীমবাবু রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার পাশে থাকার আশ্বাস দেন। উপস্থিত সকলেই রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। উৎসবের প্রথম দিনের প্রথম নাটক রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার প্রযোজনা "বলাই", কাহিনী রবীন্দ্র নাথ ঠাকুর, নাট্যরূপ ড: অপূর্ব দে, নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য। বৃক্ষ ছেদন বন্ধ করে সবুজায়ন করা এই নাটকের মূল বার্তা, দ্বিতীয় নাটক, অভিনব থিয়েটার আসাম তাদের "কড়োয়া সচ" সত্য কথা সঠিক ভাবে বলা যায় না, সত্য কথা সব সময় তেতো— এটাই এই নাটকের মূল বিষয়। ১৭ই ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ দ্বিতীয় দিনের প্রথম নাটক হরিপাল অন্য ভুবনের "খোলা জানালা", নির্দেশনা নীলরতন সামন্ত। দ্বিতীয় নাটক হালিশহর রঙতাল থিয়েটারের মূকাভিনয় প্রযোজনা "গোপাল ভাঁড়", এদিনের শেষ প্রযোজনা মহিষাদল শিল্পকৃতী প্রযোজনা "সেই স্বপ্নপুর" নাট্যকার সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়, নির্দেশনা সুরজিৎ সিনহা। এই নাটকে ছাত্র জীবনে ছাত্র ছাত্রীদের স্বপ্ন কি ভাবে ভেঙে যায়, সেটাই বলা হয়েছে। তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১৮ই ফেব্রুয়ারির প্রথম নাটক চেতলা কৃষ্টি সংসদ এর প্রযোজনা "ইচ্ছেমতো", নাটক ও নির্দেশনা পিনাকী গুহ। এই নাটকের মূল বিষয় ছোটদের অত্যাধিক পড়াশুনার চাপ, শিশুদের শৈশব নষ্ট করছে। এদিনের দ্বিতীয় নাটক পরিবেশিত হয় রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার "ভীষ্মের শর শয্যা" রচনা ও নির্দেশনা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য, জল সংকট ও আগামী দিনে জল সংরক্ষণ এর উপায় এই নাটকের মূল বিষয়। উৎসবের শেষ দিন ১৯ ফেব্রুয়ারি, বিকেল চারটেয় ছিল থিয়েটার আড্ডা, বিষয় - "অন্তরঙ্গ নাটক" বক্তব্য রাখেন সুপ্রিয় সমাজদার, সুমিত ব্যানার্জী, আশিস দাস, সুদীপ্ত ভূইঁয়া, সুখেন্দু দাস প্রমুখ ব্যক্তি বর্গ, এছাড়াও আড্ডায় উপস্থিত ছিলেন পলাশ মণ্ডল, দীপককুমার দা সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি বর্গ। শেষ দিনের প্রথম নাটক মানিকতলা দলছুট প্রযোজনা "মরণ কূপ", একক অভিনয়ে মিঠু দে। নারী নির্যাতন ও নারী স্বাধীনতা এই নাটকের প্রধান বার্তা হিসেবে উঠে এসেছে। পরবর্তী নাটক "মেজদিদির কেচ্ছা" নির্দেশনা সুদীপ্ত ভূঁইয়া, উৎসবের সর্বশেষ নাটক রবীন্দ্র নাট্য সংস্থার কচি কাঁচাদের নাটক "দোয়েল পাখির দেশে" নির্দেশনা স্মৃতি চক্রবর্তী। হিংসার বিরুদ্ধে এই নাটক। উৎসবে সমস্ত অতিথি অভ্যাগত ও নির্দেশকদের উৎসব স্মারক উপহার দেওয়া হয়, সংস্থার সকল নাট্য কর্মী ও সহযোগী বন্ধুদেরও এই উৎসবের শেষে স্মারক প্রদান করা হয়। এই জাতীয় নাট্য উৎসবকে কেন্দ্র করে মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো উৎসবে ছিল পত্র পত্রিকা স্টল, চায়ের স্টল, আড্ডার জায়গা, সব মিলিয়ে এবারের নাট্য মেলা ছিল জনসমাগম পূর্ণ ও বেশ জম জমাট।

অসম সাহসী জহিরুদ্দিন প্রয়াত

লুৎফর রহমান ঃ উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ মহকুমার বাগদা ব্লকের মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মথুরা গ্রামের এক স্বনামখ্যাত ও প্রখ্যাত স্থপতি জহিরুদ্দিন মণ্ডল গত মঙ্গলবার ৬ ডিসেম্বর ২০২২ সকাল ১১.১৫ মিনিটে প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৭ বছর। ষাটের দশকে তিনি ছিলেন এক অতি দুর্ধর্ষ ও দুঃসাহসিক, অতি নাম ডাকি সমাজ সেবক। তাঁর স্মৃতিকে মনের মণিকোঠায় স্থায়ী করে রেখেছেন অসংখ্য অনুরাগী গুনমুগ্ধ মানুষ। তিনি ছিলেন ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনস্ত মালিপোতা গ্রাম পঞ্চায়েতের কর আদায়কারী।

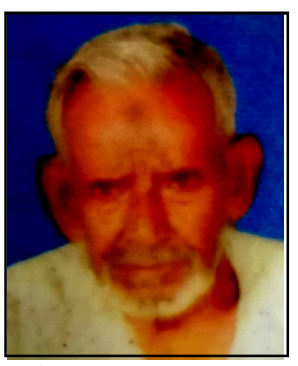

১৯৭৮ সালে তিনি এই কাজের সঙ্গে যুক্ত হন। অবসর গ্রহন করেন ২০১৬ সালে। এছাড়া তিনি কাপাসহাটি মিলন বীথি হাইস্কুলের পরিচালন কমিটির সভাপতির দায়িত্ব সামলেছেন দীর্ঘ ৬ বছর। বর্তমানে তাঁর চার পুত্র এবং তিন কন্যা ও স্ত্রী। স্থানীয়রা তাঁকে পলিটব্যুরো বলেও সম্বোধন করতো। প্রয়াত জহিরুদ্দিনবাবুর জনপ্রিয়তা এতটাই উঁচুতে ছিল যে, তাঁর মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই তাঁর বাড়িতে উপচে পড়ে মানুষের ভীড়।

HALL MARK
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি-র
পক্ষ থেকে সকলকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও সাদর আমন্ত্রণ।
বিশ্বস্ততার আর এক নাম নিউ পি সি জুয়েলার্স
◆ নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে এসেছে সর্ব ধর্মের মানুষের জন্য ২৫০০/- টাকার সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
◆ আমাদের শোরুমে আছে হালকা ও ভারি আধুনিক ডিজাইনের গহনার সম্ভার।
◆ আমাদের মজুরী সবার থেকে কম।
◆ পুরনো সোনার পরিবর্তে হলমার্কযুক্ত সোনার গহনা পাওয়া যায়।
◆ এছাড়া প্রতিটি কেনাকাটায় পাচ্ছেন নিউ পি সি অপটিক্যাল-এর Gift Voucher
◆ জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরির জন্য যোগাযোগ করুন।
◆ সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরির জন্য পুরুষ ও মহিলারা যোগাযোগ করুন (বন্দুক সহ ও খালি হাতে— উভয়ের জন্য)।
◆ Employee দের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিং-এর জন্য নিউ পি. সি. জুয়েলার্স-এ এসে সরাসরি যোগাযোগ করুন।
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)
নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা
এন পি.সি. অপটিক্যাল
এখানে সু-চিকিৎসকের পরামর্শে কম্পিউটার দ্বারা চক্ষু পরীক্ষা করা হয়। আধুনিক মানের চশমার ফ্রেম, গ্লাস ও লেন্সের বিশাল সম্ভার।
বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9647791986 / 7076271952**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in **Sub- Editor- Haridas Golder** **Editor- Utpal Mallick**